POLITICAL SCIENCE GEN -4TH SEM

SEC2T: Public Opinion and Survey Research

Topic 1- Public Opinion/ জনমত গঠন

BY – PROF. SHYAMASHREE ROY

পাবলিক কি?

'পাবলিক' শব্দটি সাধারণত একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি কখনও কখনও ভিড়ের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণের সদস্যদের এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার দরকার নেই। তারা ছত্রভঙ্গ হতে পারে এবং একে অপরকে চেনে না। অ্যান্ডারসন এবং পার্কারের মতে, "জনসাধারণ হল সেই ধরনের যৌথতার রূপ যার মধ্যে ছত্রভঙ্গ এবং অসংগঠিত ব্যক্তিদের একটি সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত থাকে যারা এমন একটি সমস্যার মুখোমুখি হয় যার বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে।"

গিন্সবার্গ জনসাধারণকে সংজ্ঞায়িত করেছেন "এমন ব্যক্তিদের অসংগঠিত এবং নিরাকার সমষ্টি যা সাধারণ মতামত এবং আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রত্যেকের পক্ষে অসংখ্য।"

মজুমদারের মতে "জনসাধারণ হল মানুষের সমষ্টি, আলোচনার একটি সাধারণ মহাবিশ্বের মধ্যে চলাফেরা করা, একটি সমস্যা বা মূল্য দ্বারা মুখোমুখি হওয়া, ইস্যু মেটাতে বা মূল্য নির্ধারণের উপায় সম্পর্কে তাদের মতামতে বিভক্ত হওয়া এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।" উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, জনগণকে জনসাধারণ গঠনের জন্য যা করে তা হল তাদের একটি ইস্যুতে সাধারণ আগ্রহ। জনসাধারণ গঠনের জন্য ঘনিষ্ঠ শারীরিক যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। তাদের আচরণ ভিড়ের চেয়ে বেশি যুক্তিসঙ্গত।

মতামত কি?

কিমবল ইয়ং এর মতে, "একটি মতামত হল একটি বিশ্বাস যা কেবল একটি ধারণা বা ছাপের চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী বা বেশি তীব্র কিন্তু সম্পূর্ণ বা পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ইতিবাচক জ্ঞানের চেয়ে কম শক্তিশালী। মতামত আসলেই একটি বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাস। সাধারণত, মতামতের জন্য যা চলে তা হল একজনের ছাপ, অনুভূতি বা কুসংস্কার।

মতামত সাবধান চিন্তা এবং বিবেচনা বোঝায়। এটি কিছু ধরণের তথ্য বা প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা প্রয়োজন নয় যে মতামত সবসময় সঠিক হওয়া উচিত, এটি এমনকি ত্রুটিপূর্ণও হতে পারে।

'পাবলিক' এবং 'ওপিনিয়ন' এই দুটি পদকে সংজ্ঞায়িত করার পর, আমরা এখন জনমতের অর্থ গ্রহণ করতে পারি। জন ডিউয়ের মতে, "জনমত হল রায় যা জনসাধারণ গঠন করে এবং জনসাধারণের বিষয় নিয়ে তাদের দ্বারা গঠিত এবং বিনোদন দেয়।" মরিস গিন্সবার্গ

বলেছেন, "জনমত দ্বারা বোঝানো হয় এমন একটি ধারনা এবং বিচারের সংখ্যা যা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করে যা কমবেশি নিশ্চিতভাবে প্রণীত এবং নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং জনগণ দ্বারা অনুভূত হয়, যারা তাদের বিনোদন দেয় বা ধরে রাখে সামাজিক অর্থে যে এগুলি অনেক মনের অভিন্নতার ফল। "

কুপ্পুস্বামীর মতে, "জনমত একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে ছোট বা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মানুষের মতামত নিয়ে গঠিত।" জেমস টি। ইয়ং লিখেছেন, "জনমত হল যুক্তিসঙ্গত জনসাধারণের আলোচনার পর সাধারণ গুরুত্বের প্রশ্নে একটি স্ব -সচেতন সম্প্রদায়ের সামাজিক বিচার।"

ব্রাইসের মতে, "জনগণের মতামত সাধারণত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে বা আগ্রহী করে এমন বিষয়ে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়," আর এইচ সল্টন বলেন, "জনসাধারণের অভিমতকে বলা হয় যা লোকেরা তাদের সাধারণ জীবনের জন্য চিন্তা করে এবং চায়।"

জনমত গঠনের বৈশিষ্ট্য:

(i) জনমত জনসাধারণের গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত নয়।

(ii) জনমত সামাজিক কল্যাণের জন্য। সমাজের কল্যাণ জনমতের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

(iii) সাবধানে চিন্তা করার পর জনমত আসে। এটি একটি পরিস্থিতির জন্য জনসাধারণের অস্থায়ী ইচ্ছাকৃত সমন্বয়। এটি জিনিসগুলির একটি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও ল্যাসওয়েল মনে করেন যে সমস্ত মতামত যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এমন বিভিন্ন মতামতগুলির মধ্যে একটি পছন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে, অন্যদিকে, কিমবল ইয়াং এর মতে, একটি মতামত যুক্তিসঙ্গত হতে পারে, বা কিছু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, অথবা এটি অনুভূতি থেকে এগিয়ে যেতে পারে এবং আবেগ

(iv) এটি সমবায় পণ্য। এটি মানুষের মনের মিথস্ক্রিয়ার ফসল।

বিজ্ঞাপন:

(v) জনমত একটি নির্দিষ্ট বয়স বা সময়ের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়।

(vi) জনমত একটি সাংস্কৃতিক ভিত্তি আছে। একটি সমাজের সংস্কৃতি জনমতকে প্রভাবিত করে।

(vii) পরিশেষে, জনমত গঠনের জন্য সংখ্যাগুলির প্রয়োজন নেই। এমনকি একক ব্যক্তির মতামতকেও জনমত বলা যেতে পারে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা তা অনুষ্ঠিত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর মতামত, যদিও তিনি একাই ছিলেন, সঠিকভাবে জনমত বলা যেতে পারে।

যাইহোক, সংখ্যালঘুদের মতামত অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা জোর করে নয়, প্রত্যয় দ্বারা ভাগ করা উচিত।

সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন প্রকৃতপক্ষে এটিকে ধারণ করে না তখন অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে এটি সামাজিক ভালোর জন্য। যেমন একজন লেখক বলেছেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠতা যথেষ্ট নয় এবং সর্বসম্মততার প্রয়োজন নেই কিন্তু মতামত এমন হওয়া উচিত যে যদিও সংখ্যালঘুরা এটি ভাগ নাও করতে পারে, তারা ভয়ে নয়, দৃ accept বিশ্বাসে আবদ্ধ বোধ করে তা গ্রহণ করতে।" আচরণগত দৃষ্টিকোণ থেকে জনমত নির্ধারণে সর্বসম্মততা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্মতির প্রশ্নটি তাত্ক্ষণিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাই জনমতকে সমগ্র সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য যে কোন ইস্যুতে তাদের দ্বারা ধারণ করা জনগণের মতামত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটি একটি যৌথ পণ্য। এটি এমন একটি মতামত যেখানে জনসাধারণ নিজেকে যে কোন কারণে স্বীকার করতে বাধা দেয়। এটি যৌগিক মতামত, প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন মতামত থেকে গঠিত এক ধরনের সিন্থেটিক গড়।

এটি পেশাদার এবং অসুবিধার অবস্থানে বিভিন্ন শেডের মিথস্ক্রিয়া থেকে বৃদ্ধি পায়। ব্রাইস বলছেন, কিছু স্রোত অন্যদের তুলনায় বেশি শক্তি বিকাশ করে, কারণ তাদের পিছনে অনেক বেশি সংখ্যক প্রত্যয়ের তীব্রতা থাকে, এবং যখন একটি স্পষ্টতই শক্তিশালী হয়, তখন এটিকে জনমত সমান বলা যেতে শুরু করে যা মতামতকে ধারণ করার জন্য নেওয়া হয়। প্রচুর লোকের হাতে ধরা। এটি, যেমন গিন্সবার্গ বলে, "একটি সমবায় পণ্য।" একটি সমবায় পণ্য হওয়ায়, "এটি সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ ইস্যুতে কাজ করার জন্য এটিকে একত্রিত করা হচ্ছে .... জনমত সর্বদা একটি সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যদিও এটি সর্বসম্মত নয়।"

জনমত গঠনের এজেন্সি

রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত ধীরে ধীরে গঠিত হয়। সাধারণ জনগণ, যেমন ব্রাইস উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলিতে খুব কমই আগ্রহ রয়েছে। তাদের উত্তেজিত করার জন্য কিছু সংস্থার প্রয়োজন। এই সংস্থাগুলির মধ্যে, নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ;

1. *সংবাদপত্র*

জনমত গঠনের প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য প্রায় সবাইকে সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু সংবাদপত্রগুলি খুব সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, গণশিক্ষার প্রসারের সাথে মতামত তৈরির ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। বেশিরভাগ সংবাদপত্র আইনী

বিতর্ক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা, সরকার ও দলগুলির ঘোষণা এবং অন্যান্য বিভিন্ন খবরের বিবরণ প্রকাশ করে। এরা সবাই রাজনৈতিক নয়; কিন্তু এখনও রাজনৈতিক তথ্য অবশ্যই ব্যবহারের জন্য সেরা। সুতরাং, প্রতিটি সংবাদপত্র রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহ করতে এবং সেগুলি থেকে সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে কষ্ট করে। সত্যের প্রতিনিধিত্ব একমাত্র কাজ নয়; একটি বিশেষ ভিউ পয়েন্টে তাদের ব্যাখ্যা এবং পদ্ধতিগতকরণও সংবাদপত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রায় প্রতিটি কাগজেই একটি প্রবণতা এবং মতবাদ রয়েছে। এগুলো সম্পাদকীয় কলামে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি খবরের শিরোনাম বা কলামে অন্য কোথাও সংবাদ প্রকাশের ধরন একটি সংবাদপত্রের অদ্ভুত চরিত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। পাঠকরা আগ্রহ সহকারে খবরটি পড়ে এবং একটি বিশেষ কাগজের সাথে নিজেদেরকে সারিবদ্ধ করতে আসে। অভিযোগগুলি বায়ুচলাচল এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যে অধিকাংশ কাগজ তার সাধারণ পাঠকদের জন্য কয়েকটি কলাম চিহ্নিত করে। খবর এবং মতামত সর্বদা মনোযোগহীন হয় না। সরকার তাদের নোট নেয় এবং সংবাদপত্রের আয়নার মাধ্যমে তার পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া সাবধানে অধ্যয়ন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে, প্রেস ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে আজকাল সংবাদপত্রগুলির একটি মাত্র কাজ রয়েছে। তারা একটি বিশেষ ধরনের পাঠক যাদের উপর তারা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নির্ভরশীল তাদের ধরে রাখার নিরন্তর কাজে নিয়োজিত। পাঠকদের অনুগ্রহ অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় ও উপায় অবলম্বন করা হয়। এইভাবে, প্রতিটি সংবাদপত্র তার নিজস্ব ভক্ত তৈরি করে যারা অনুমিত বিশ্বাসে এটিকে উপাসনা করে যে এটি তাদের জন্য পণ্য সরবরাহ করে। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হল যে তাদের প্রকাশনা বড় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে; এবং তাদের অধিকাংশই মালিকানাধীন এবং ' পুঁজিবাদী শ্রেণী, ' বড় ব্যবসা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে একটি ' অস্বস্তিকর সম্পর্কের প্রকাশ। যেমন সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে, & quot; বস্তুনিষ্ঠ সত্য তথ্য এবং সুষম মতামতের পরিমাণ, সামগ্রিকভাবে, ছোট, এবং সংবাদমাধ্যম মতামতের উপর একটি অসাধারণ আধিপত্য অর্জন করেছে, তার ত্রুটিগুলি সংশোধন করার পরিবর্তে আরও খারাপ করে ;

একটি মুক্ত সংবাদপত্র অবশ্যই জনমত গঠন এবং গণতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি অপরিহার্য সংস্থা। কিন্তু যেহেতু এটি সমস্ত ছায়াছবির বায়ুচলাচল থেকে একটি উন্মুক্ত ফোরাম হওয়া বন্ধ করে দেয় এবং এটি একটি বড় ব্যবসার হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়, এটি প্রকৃত বিপদের মন্ত্র বানায়। প্রতিকার যাইহোক, সরকারি হস্তক্ষেপের মধ্যে পড়ে না। কারণ, একটি সরকারী সংস্থাকে সত্য এবং মতামতকে সেন্সর করার ক্ষমতা প্রদান করা জনগণের সকল ক্ষমতার ক্ষুধার্ত উপাদানগুলিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার লড়াইয়ে টেনে আনবে। গণতন্ত্রে প্রেসের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসের সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তা খুঁজে পাওয়া যাবে

না। ; এটি সত্যই স্বৈরতন্ত্রের উত্থানের পথ সুগম করবে। অতএব, সমাধান, যদি থাকে, কেবলমাত্র সঠিক শিক্ষার প্রবর্তনে পাওয়া যাবে যা মানুষকে পণ্য নির্বাচন করতে এবং খারাপকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম করবে।

2. *সিনেমা এবং রেডিও*

ধারনা যোগাযোগের জন্য মোশন পিকচার এবং রেডিও গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সি। শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকেরা সংবাদপত্র দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু, অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতির কারণে সিনেমা এবং রেডিও নিরক্ষরদেরও প্রভাবিত করতে পারে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে নিরক্ষরতা ব্যাপক, সেখানে গণমাধ্যম গণশিক্ষা বিস্তারে খুবই সহায়ক। তবে তাদের সম্ভাব্যতা পুরোপুরি ট্যাপ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সিনেমা প্রায় একান্তই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে। যেহেতু এটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, এটি সাধারণত শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে নয় বরং বাণিজ্যিকভাবে কাজ করে। তবুও, ভাল তথ্যচিত্র এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণের সাথে, সিনেমাটি শিক্ষা এবং মতামত গঠনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রেডিওটিও মূলত বিনোদনের কাজ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবুও, এটি তথ্য প্রচার এবং মতামত প্রণয়নে একটি মূল্যবান সাহায্য। কিছু পর্যবেক্ষক এমনকি এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে রেডিও রাজনৈতিক নেতাদের এবং অনুগামীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ পুন -প্রতিষ্ঠিত করেছে যা এথেনীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ভারত হিসাবে বেশিরভাগ দেশে রেডিও অবশ্য সরকারি নিয়ন্ত্রণে। অতএব, এটি প্রায়শই সমালোচিত হয় যে রেডিও কেবল ক্ষমতায় থাকা দলকে সেবা করেছে। কিন্তু, যেমন সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে,; সামগ্রিকভাবে, কোন দেশ - ইংল্যান্ডের মতো, ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্প্রচার করা, প্রকৃতপক্ষে রেডিওর শিক্ষাগত সম্ভাব্যতাকে ব্যাপক আকারে কাজে লাগাচ্ছে যা সম্ভব।;

3. *রাজনৈতিক দল*

মতামত গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল রাজনৈতিক দলগুলি। লোয়েলের প্রায়শই উদ্ধৃত বাক্যাংশ ব্যবহার করার জন্য, দলগুলি ধারণার দালাল। দিনের পর দিন তারা মানুষকে সত্য এবং ধারণা দিয়ে খাওয়ায়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জনগণকে তাদের পাশে নিয়ে আসা। কারণ, তারা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চায় এবং সরকারের লাগাম ধরে রাখতে চায়। তদনুসারে, দলগুলি ' যে ইস্যুতে জনগণ ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। ' তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করুন, নির্বাচনী এলাকাগুলোকে পরিচর্যা করুন এবং প্রার্থী নির্ধারণ করুন। জনগণ গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। দলগুলি দ্বারা প্রদত্ত মূল্যবান পরিষেবা হল যে তারা

জনগণকে সংগঠিত করে এবং তাদের বিকল্পের মধ্যে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। তাদের সততা এবং উপযোগিতা প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তবুও, তাদের ব্যতীত জনমত, যা প্রধান গতিশীল প্রতিনিধি গণতন্ত্র, কখনোই প্রণয়ন ও তার যথাযথ ব্যবহার করা যাবে না।

4. ***প্ল্যাটফর্ম।***

মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য এবং মতামত প্ল্যাটফর্মের বক্তৃতা তৈরির জন্য খুবই উপকারী মাধ্যম। সুতরাং, প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকার সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে। জনসমাবেশে প্রদত্ত বক্তৃতা কখনও কখনও শ্রোতাদের মনে অখণ্ড ছাপ ফেলে। জনমনে প্রভাব বিস্তারের জন্য সব ধরনের বক্তৃতা দক্ষতা নিযুক্ত করা হয়। একটি ব্রুটটস সাময়িক প্রশংসা অর্জন করতে পারে, এবং একটি অ্যান্টনি, একটি টেকসই খ্যাতি। তা সত্ত্বেও, বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে জনচিন্তার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করেন।

5. ***শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান***

জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। স্কুল, কোলাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা তাদের ভবিষ্যতের পথকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। প্রাথমিক যুগে উদ্ভাবিত ধারণাগুলি একজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এই শিক্ষাগুলি উদ্দীপিত এবং কৌতূহল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

উপসংহার।

একটি গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস এবং সত্যের মধ্যে লড়াইয়ের ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আগ্রহী গোষ্ঠী দ্বারা মতামত গঠনের প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম হেরফেরের কারণে, সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ কী এবং কী বিশ্বাস করে তার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ঘটেছে। সত্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয় না, এবং মানুষের অন্ধ আবেগ এবং কুসংস্কারের জন্য ঘন ঘন আবেদন করা হয়। সত্যের দুর্নীতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যায় যখন এককভাবে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী বা পুঁজিপতি সংবাদপত্র এবং রেডিওর মত মতামত তৈরির প্রধান সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে জনমত গণতন্ত্র ও সরকারকে, জনগণের পক্ষে এবং সরকারকে তৈরি করতে সাহায্য করে